১০ বনভূমি

এই অধ্যায়েঃ | পৃষ্ঠা

ঘটনা: সবুজ বেষ্টনী আন্দোলন ১৭৬
বন এবং স্বাস্থ্য ১৭৭
নারীদের বোঝা ১৮০
বনভূমি এবং জীবিকা ১৮১
ঘটনা: বনভূমি এবং জীবিকা রক্ষা করা ১৮২
পরিবেশবান্ধব পর্যটন ১৮৩
কাঠ নয় এমন বন উৎপাদ ১৮৩
ঘটনা: বন থেকে ঔষধি সংগ্রহ করা ১৮৪
বন ধ্বংস ১৮৫
বন বিরোধ ১৮৬
কার্যক্রম: সামাজিক নাটক ১৮৭
বনের টেকসই ব্যবহার ১৮৯
কার্যক্রম: প্রত্যেকের জ্ঞান ব্যবহার করুন, প্রত্যেকের চাহিদা বিবেচনা করুন ১৯১
একটি বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করা ১৯২
বনভূমি রক্ষায় অংশিদারিত্ব ১৯৩
ঘটনা: আমাজন রেইনফরেষ্ট রক্ষায় একত্রে কাজ করা ১৯৩
বন সংরক্ষণ ১৯৪
ঘটনা: মানুষ এবং গাছ উভয়কেই বাঁচিয়ে রাখে যে বনভূমি ১৯৫
পুনর্বনায়ন ১৯৬
বৃক্ষ রোপন কি সর্বদাই সহায়ক? ১৯৬

www.hesperian.org health guides

বনভূমি

খাদ্য, জ্বালানীর জন্য লাকড়ি, নির্মাণ সামগ্রী, গোখাদ্য, ঔষধ, এবং আরো অনেক জিনিসের মতো অত্যাবশ্যকীয় সামগ্রী আমরা বনভূমি থেকে পাই। একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে বৃক্ষ এবং বনভূমিও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। এগুলো বায়ু ও জলকে পরিষ্কার রাখে, ভাঙ্গন ও বন্যা রোধ করে, ভূমিকে সমৃদ্ধ করে, পাখি, জীবজন্তু, এবং উদ্ভিদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে, ছায়া দেয়, এবং আমাদের এলাকাগুলোকে সুন্দর করে।

বনভূমি যাতে আমাদেরকে এর সম্পদ দেয়া অব্যাহত রাখতে পারে এবং একটি স্বাস্থ্যকর পরিবেশ বজায় রাখতে পারে সেজন্য এগুলোর ভালভাবে যত্ন নেয়া, ন্যায্যভাবে পরিচালনা করা, ও জ্ঞানীর মতো ব্যবহার করা প্রয়োজন। কিন্তু যেহেতু বনভূমির সম্পদগুলো শিল্পপ্রতিষ্ঠান এবং জনগোষ্ঠী উভয়ের কাছেই মূল্যবান, এবং বনভূমির তলার মাটি যেহেতু মাঝে মধ্যেই অন্য কাজের জন্য চাওয়া হয় তাই পূর্বের অবস্থায় ফেরত যাওয়ার আগেই দ্রুত পৃথিবীব্যাপী বন বিলীন হয়ে যাচ্ছে। কোন কোন সময় বনভূমিতে কাঠ কাটার কোম্পানী বা খনিখনন-এর মতো শিল্প যারা বন কেটে সাবার করে জনগণকে তাদের আয়ের উৎস প্রদান করে যা পাবার জন্য তারা মরিয়া হয়ে থাকে।

যাইহোক, ভূমি এবং সম্পদ ব্যবহারের চাহিদা আর ভবিষ্যতের জন্য এই সম্পদগুলোকে রক্ষা করার চাহিদার মধ্যে একটি ভারসাম্য বজায় রাখতে হবে। যখনই একটি সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার হয়, তখনই সুদূরপ্রসারী এবং দীর্ঘ মেয়াদী ক্ষতির কারণ ঘটায়। প্রজন্মের পর প্রজন্ম বনের উপর নির্ভর করে বাস করা অনেক জনগোষ্ঠীই জানে যে বনের সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার করা বা এগুলোকে সাফ করে ফেললে তারা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

www.hesperian.org
health guides

সবুজ বেষ্টনী আন্দোলন

পূর্ব আফ্রিকার দেশ কেনিয়ার একজন নারী ওয়াঙ্গারি মাথাই বলে যে কেনিয়া পর্বতটি একটি লাজুক পর্বত ছিল, সর্বদাই মেঘের আঁরালে ঢেকে থাকতো। তার জনগণের জন্য এই পর্বতটি বেশ পবিত্র কারণ একসময় পর্বতের ঢালগুলোকে ঢেকে রাখা বনভূমির মধ্যে থেকেই অনেক নদীই প্রবাহিত হতো। এখন কেনিয়া পর্বতটি মোটেই আর লাজুক নয়। যে মেঘগুলো এটাকে ঢেকে রাখতো সেগুলো চলে গেছে, এবং সেই সাথে সাথে বনভূমিও। এবং মেঘ ও বনভূমি না থাকার কারণে এখন নদীগুলোও শুকাতে শুরু করেছে।

তার বেড়ে উঠার সময় ওয়াঙ্গারি দেখেছে বনধ্বংসের ফলে কিভাবে মাটি ভাঙ্গনের সৃষ্টি হয়েছে, জলের উৎস কমে গেছে, এবং জ্বালানী লাকড়ির অভাব দেখা দিয়েছে। সে বুঝতে শুরু করলো যে বনধ্বংসের কারণে দারিদ্র্য ও খরার সৃষ্টি হচ্ছে। তাই ওয়াঙ্গারি বৃক্ষ রোপন শুরু করলো।

ওয়াঙ্গারি একদল নারীকে সংগঠিত করে তাদের বাড়ীর আশপাশে এবং মাঠে বৃক্ষ রোপন শুরু করলো। যেহেতু তারা বৃক্ষগুলোকে সাড়িবদ্ধভাবে বা 'বেষ্টনী'তে লাগাচ্ছিল তাই তারা সবুজ বেষ্টনী আন্দোলন নামে পরিচিত হলো। সবুজ বেষ্টনী আন্দোলনের নারীরা বনধ্বংসের কারণে তাদের জীবন কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে তা, এবং তাদের সাথে বৃক্ষ রোপনে-এ আগ্রহী করতে অন্যান্য লোকেদের বুঝাতে শুরু করলো। তারা কৃষকদের কাছে ফলের বৃক্ষ নিয়ে গেল, এবং ভাঙ্গন রোধে সেগুলোকে তারা পর্বতপার্শ্বগুলোতে লাগিয়ে দিলো। কিভাবে বৃক্ষ রোপনের মাধ্যমে অনেক সমস্যার সমাধান করা যায় তা তারা সবুজ জায়গা তৈরির জন্য, ছায়া প্রদানের জন্য, জ্বালানীর লাকড়ির জন্য শহরে ও গ্রামে উভয় জায়গাতেই বৃক্ষ রোপন করে মানুষকে দেখিয়ে দিলো। সবুজ বেষ্টনী আন্দোলন সবজীরও বাগান তৈরি করলো, এবং বৃষ্টির জল সংরক্ষণের জন্য ছোট বাঁধও তৈরি করলো, এবং স্বাস্থ্যকর বনভূমির চাহিদা বুঝতে সাহায্য করায় তারা ওয়ার্কশপ-এর আয়োজন করলো।

তাদের পরিবেশের জন্য দায়িত্ব গ্রহণের মাধ্যমে সবুজ বেষ্টনী আন্দোলন অনুধাবন করলো যে সকল কেনিয়াবাসীর কল্যাণের জন্য পরিবেশের যত্ন নিতে তাদের সরকারের সহায়তা তাদের প্রয়োজন। কেনিয়াতে শান্তি ও গণতন্ত্রের জন্য বৃক্ষ রোপন তাদের আন্দোলনের একটি প্রকাশভঙ্গি হয়ে উঠলো। যখন বিভিন্ন জনগোষ্ঠীর মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি হয় তখন সবুজ বেষ্টনী আন্দোলন 'শান্তির বৃক্ষ' ব্যবহার করে তাদেরকে সংগঠিত করে।

বৃক্ষ রোপন করেছে এমন একজন নারী হিসেবে ওয়াঙ্গারি তার দেশের একজন বীর-এ পরিণত হলো। কিন্তু সে অনেক প্রতিকূলতারও সম্মুখীন হয়েছে। এরকম একজন দৃঢ় নারী সাথে বসবাস করতে অসমর্থ হয়ে তার স্বামী তাকে ছেড়ে চলে যায়। যেহেতু সে দরিদ্রদের মধ্যে এই সংগঠিত করার কাজ করছিল, তার সরকার তাকে গ্রেফতার করলো। কিন্তু তার সাহসিকতার জন্য, এবং হাজার হাজার কেনিয়াবাসীর কাজের কারণে সবুজ বেষ্টনী আন্দোলন লাখ লাখ বৃক্ষ রোপন করতে সমর্থ হয়েছিল।

২০০৪ সালে ওয়াঙ্গারি মাথাই পৃথিবীর সবচেয়ে সম্মানজনক পুরষ্কার নোবেল শান্তি পুরস্কার জয় করে। নারীর জন্য গণতন্ত্র, মানবাধিকার, এবং সমতা বিবেচনা করে টেকসই উন্নয়নের মাধ্যমে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য তাকে পুরস্কারটি প্রদান করা হয়। এবং তার সবই শুরু হয় বৃক্ষ রোপন করা থেকে।

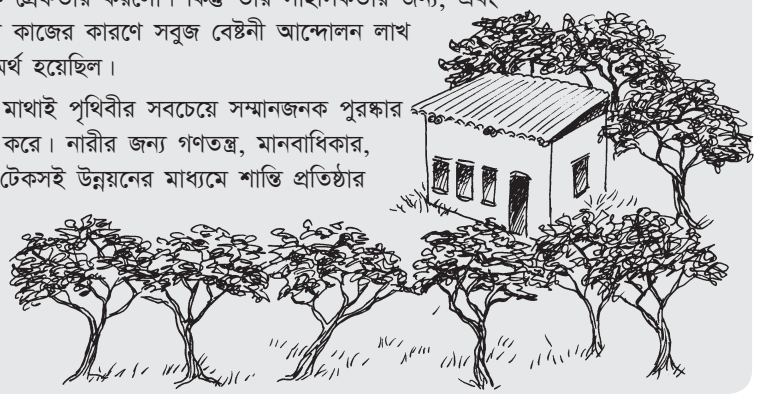

www.hesperian.org health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 176 02/12/2014 09:30:01

বন এবং স্বাস্থ্য

বনভূমিগুলো পৃথিবীর সব জায়গাতেই মানুষের স্বাস্থ্যকে সহায়তা করে এবং জলবায়ুকে অপরিবর্তীত রাখে। এমনকি যারা বনভূমি থেকে অনেক দূরে বাস করে, বা এমন জায়গা যেখানে বনভূমির অবস্থার অনেক অবনতি হয়েছে বা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগস্ত হয়েছে, তারাও বনভূমি থেকে প্রাপ্ত দ্রব্যাদির উপর নির্ভর করে। যখন বনের অবনতি ঘটে বা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, তখন গণস্বাস্থ্য ঝুঁকির সম্মুখীন হয়, কারণ স্বাস্থ্যের সহায়তার জন্য বৃক্ষ ও বনভূমিগুলো সাধারণতঃ যে প্রক্রিয়া ও কর্মকাণ্ডগুলো নির্বাহ করে তা আর ঘটে না।

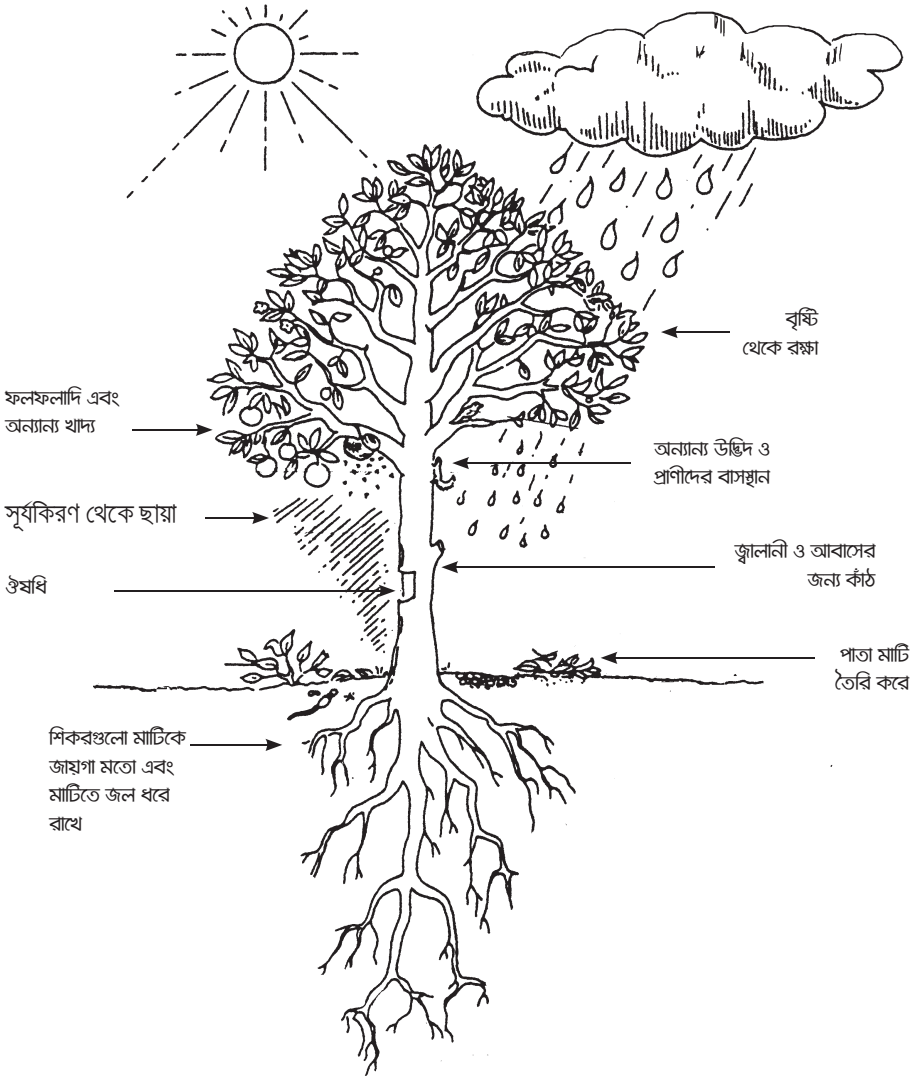

বৃক্ষ ও বনভূমি অনেক দিক দিয়েই গণস্বাস্থ্য ও কল্যাণে সহায়তা করে থাকে।

www.hesperian.org
health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 177 02/12/2014 09:30:02

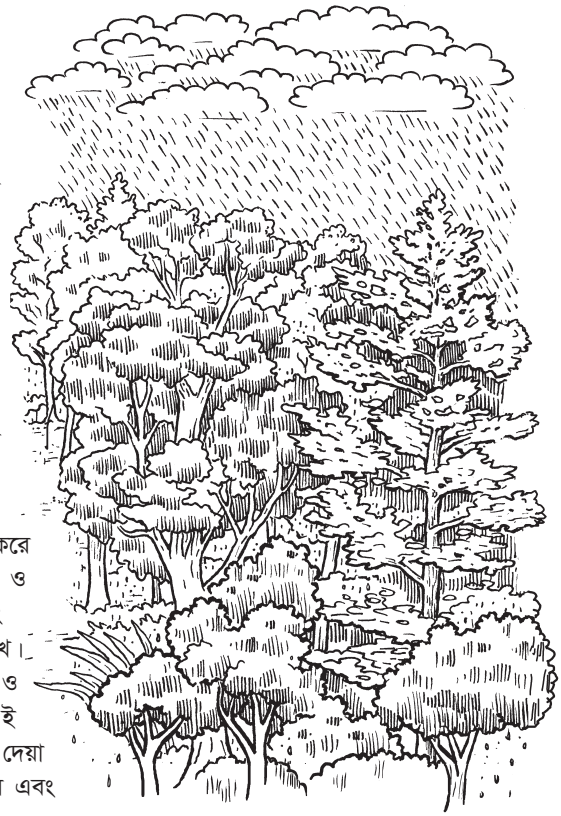

বনভূমি ও জল

কোন কোন লোক বিশ্বাস করে যে বৃক্ষ বৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং জলকে মাটির কাছাকাছি ধরে রাখে। অন্যান্যরা বিশ্বাস করে বৃক্ষ যতনা জল আমাদের জন্য সহজলভ্য করে তার থেকে বেশী ব্যবহার করে, এবং এগুলো শস্যের সাথে প্রতিযোগিতা করে। গাছের ধরন, কোথায় এগুলো জন্মাচ্ছে, এবং অন্যান্য পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে উপরের উভয় বিশ্বাসই সত্যি হতে পারে।

বনভূমির সমৃদ্ধ মাটি এবং বৃক্ষের গভীর শিকর জলের ছাঁকনি হিসেবে কাজ করে। যখন কীটনাশক, ভারী ধাতু, এবং অন্যান্য বিষাক্ত রাসায়নিক, ভূপৃষ্ঠ ও ভূগর্ভস্থ জলের দূষণ করে, তখন বনভূমিগুলো এগুলোকে ছেঁকে আলাদা করে ফেলে। এই ছেঁকে নেয়া জলই আমাদের কূপ, ছোট নদী, ও সরোবরগুলোতে গিয়ে পড়ে, এবং আমাদের জলাধার এবং যে মানুষগুলো সেখানে বাস করে তাদেরকে স্বাস্থ্যবান রাখে। জলের উৎসকে রক্ষা করার জন্য বনভূমি না থাকলে পান ও স্নানের জন্য আমাদের খুব কমই নিরাপদ জল থাকবে। এই সমস্ত কারণে, এই বৃক্ষগুলোকে না কেটে দাঁড়িয়ে থাকতে দেয়া সবচেয়ে ভাল বিশেষ করে যদি আপনার জল হয় পরিষ্কার এবং প্রচুর।

কিন্তু কোন কোন গাছ, বিশেষ করে যেগুলো খুব তাড়াতাড়ি বৃদ্ধি পায় এবং (পৃষ্ঠা ২০২ দেখুন) একটি এলাকার স্থানীয় নয়, সেগুলো জলসম্পদ ব্যবহার করে শেষ করে দিতে পারে। কৃষক এবং অন্যান্য যারা তাদের জলসম্পদ রক্ষা করতে চায় তাদের জন্য কিভাবে বিভিন্ন ধরনের বৃক্ষ জলকে প্রভাবিত করে তা লক্ষ্য করা, ও কোন ধরনের বৃক্ষ রোপন করা হবে সে ব্যাপারে সর্তক সিদ্ধান্ত নেয়া গুরুত্বপূর্ণ।

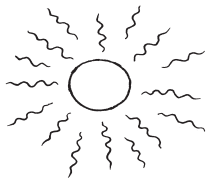

বনভূমি এবং আবহাওয়া

আবহাওয়া ও জলবায়ুর (অনেক দীর্ঘ সময় ধরে একটি জায়গার আবহাওয়া) উপর বনভূমির গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রয়েছে। এগুলো উষ্ণ বায়ুকে ঠান্ডা ও আদ্র করে, এবং ঠাণ্ডা বায়ুকে উষ্ণ ও শুষ্ক করে আবহাওয়াকে আরও কম চরমভাবাপন্ন করে। গাছগাছালী প্রবল বাতাস ও উত্তপ্ত সূর্য থেকে গৃহ ও শস্যগুলোকে রক্ষা করে, এবং প্রবল বৃষ্টি থেকে রক্ষার জন্য ছাউনীর ব্যবস্থা করে।

একটু বড় মাত্রার হিসেবে, বিষাক্ত দ্রব্যের দূষণ শোষণ করে বনভূমি বৈশ্বিক উষ্ণতার (পৃষ্ঠা ৩৩ দেখুন) বিরুদ্ধে লড়াই করে। এটি পুরো গ্রহের আবহাওয়াকে লঘু রাখতে এবং বায়ু ও জলকে স্বাস্থ্যকর রাখতে সাহায্য করে। আমরা যখন বনের একটি বিরাট অংশ হারাই তখন হারিকেন, খরা, এবং তাপ প্রবাহের মতো প্রাকৃতিক দূর্যোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি পায়।

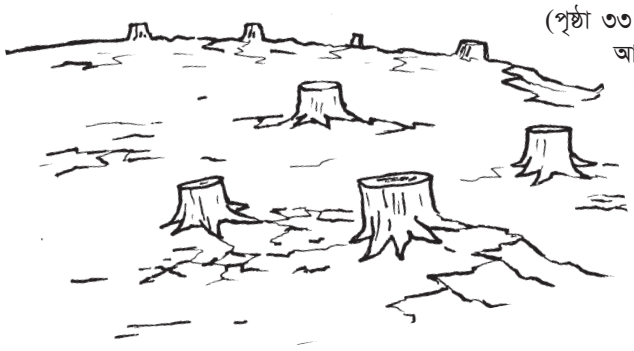

যেখানে বন কেটে বিলীন করা হয়েছে, সেখানকার আবহাওয়া বেশী চরমভাবাপন্ন হয়।

www.hesperian.org health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 178 02/12/2014 09:30:03

বন ভাঙ্গন রোধ করে এবং বন্যা হ্রাস করে

মাটির সাথে লতাপাতা মিশিয়ে, বৃক্ষের নীচে জন্মানো উদ্ভিদগুলোর জন্য ছায়া প্রদান করে, এবং তাদের শিকরগুলোর সাহায্যে মাটিকে এক জায়গায় ধরে রাখার মাধ্যমে বৃক্ষ ভাঙ্গন রোধ করে এবং বন্যা হ্রাস করে। এগুলো বৃষ্টির জলের গতি হ্রাস করে এবং ভূমিতে সমানভাবে ছড়িয়ে যেতে সাহায্য করে, যাতে জল প্রবাহিত হয়ে চলে না গিয়ে মাটির মধ্যে ঢুকে যায়।

যখন বনভূমিকে পরিষ্কার করে ফেলা হয়, তখন মাটি ধুয়ে নদী বা ছোট নদীতে গিয়ে পড়ে। যখন ঝড় আসে তখন ভূমি আর বৃষ্টির জল শুষে নিতে ও ধরে রাখতে পারেনা। ফলে জল খুব দ্রুত মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয় এবং বন্যার সৃষ্টি করে। জলাধারের মধ্য দিয়ে জলের প্রাকৃতিক প্রবাহ রক্ষা করার একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হলো বৃক্ষ ও বনভূমিগুলোকে দাঁড়ানো অবস্থায় রাখা। (বৃক্ষশূন্য সমতলভূমিতে বৃষ্টি কী করে সে বিষয়ে একটি কার্যক্রমের জন্য পৃষ্ঠা ২৮৯ দেখুন।)

বনবৈচিত্র এবং স্বাস্থ্য

একটি বনের মধ্যে খুব সহজেই প্রাণের বিস্তার দেখা যায় (পৃষ্ঠা ২৭ দেখুন) কারণ একটি স্বাস্থ্যপ্রদ বনে অনেক বৈচিত্রময় উদ্ভিদ ও প্রাণী দেখতে পাওয়া যায়। এই জীববৈচিত্র অনেক ভাবেই মানব স্বাস্থ্যকে রক্ষা করে। মৌমাছি এবং গাছে বসবাসকারী অন্যান্য পোকামাকড়গুলো শস্যের **পরাগায়ন** করে যাতে এগুলোতে ফুল ফোটে ও শস্য উৎপাদন হয়। বোলতা ও পিঁপড়া শস্যে আক্রমণ করে এমন পোকামাকড় ভক্ষণ করে। বাদুর ও পাখি ম্যালেরিয়া, পীতজ্বর, এবং অন্যান্য রোগ ছড়ানো মশা ভক্ষণ করে। শিকার করে বা তাদের সাথে প্রতিযোগিতা করে অন্যান্য বন্য প্রাণীরা ইঁদুর, রক্তপায়ী মক্ষিকা, মাছি এবং ক্ষুদ্র কীটের সংখ্যা নিয়ন্ত্রণে রাখে, এবং এগুলোকে রোগ ছড়ানো থেকে বিরত রাখে।

অবনতি হওয়া বনের ভিতরে বা তার কাছাকাছি যখন মানব বসতি স্থাপন করা হয়, তখন জীব বৈচিত্রে সংখ্যা কমে যায়, কারণ আশ্রয় ও খাদ্যের জন্য উৎসগুলো হ্রাস পায় এবং কম বৈচিত্রপূর্ণ হয়। এছাড়াও যে প্রাণীরা রয়ে যায় সেগুলো মানুষের খুব কাছাকাছি বাস করতে বাধ্য হয়। ফলে প্রাণীদের রোগ মানুষের মধ্যে চলে যাবার একটি বড় সম্ভবনা দেখা দেয়। বৈচিত্রময় উদ্ভিদ এবং প্রাণী বাস করতে পারে এমন একটি বন সংরক্ষণ করে আমরা মানব স্বাস্থ্য রক্ষা করতে পারি।

ehb 2012 (CS5.5).indb 179 02/12/2014 09:30:04

বন, খাদ্য, জ্বালানী, এবং ঔষধ

বনের মধ্যে প্রচুর পরিমাণে ফল, বাদাম, বীজ, শিকড়, পোকামাকড়, এবং প্রাণী পাওয়া যায় যেগুলো মানুষের জন্য খাদ্য ও ঔষধি হিসেবে ব্যবহৃত হয়। যখন বনের অবনতি হতে থাকে, তখন তা প্রায়ই ক্ষুধা, অপুষ্টি, এবং অসুস্থ্যতার কারণ হয়। যারা এই সম্পদগুলোর উপর নির্ভরশীল তাদেরকে বেঁচে থাকার জন্য অন্য উপায়ের সন্ধান করতে হবে। যখন বন থেকে খাদ্য ও ঔষধি বিলীন যাবে, তখন কিভাবে সেগুলো প্রস্তুত এবং ব্যবহার করতে হয় সে জ্ঞানও বিলীন যাবে। এভাবে বন বিলীন হয়ে যাবার মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ জ্ঞান এবং প্রথাও বিলীন হয়ে যাবে।

যেসমস্ত যায়গায় সম্পদের অভাব রয়েছে সেসমস্ত জায়গায় জনগণ বনের গাছগুলোকে দাঁড় করানো অবস্থায় রাখবে না গাছ কেটে সে জায়গা পরিষ্কার করে খাদ্যের জন্য শস্য বুনাবে এর মধ্যে যে কোন একটিকে বেছে নিতে বাধ্য হয়। কিন্তু যে কৃষকরা শস্য রোপনের জন্য বন পরিষ্কার করে তার জন্য এদু'টো মধ্যে একটি ভারসাম্য রাখা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। (বন এবং কৃষি সম্পর্কে আরও জানতে পৃষ্ঠা ৩০২ দেখুন।)

নারীদের বোঝা

নারী এবং শিশুরাই জ্বালানীর জন্য কাঠ সংগ্রহ ও বহন করার কঠোর পরিশ্রমের কাজটি করে। দীর্ঘ মেয়াদে এই কাজের ভার থেকে স্বাস্থ্য সমস্যার সৃষ্টি করতে পারে। বন ধ্বংস হতে থাকলে, মানুষকে কাঠ সংগ্রহের জন্য আরও বেশী দূরে যেতে হবে। এর ফলে তাদের অন্যান্য কাজ করার আর বিদ্যালয়ে যাবার জন্য বেশী সময় আর থাকে না।

নারী ও শিশুরা কাঠ সংগ্রহের জন্য চলাচল করার সময় শারীরিক ও জৈবিক সহিংসতার শিকার হতে পারে। সেই জন্য কোন কোন জায়গায় নারী ও মেয়েরা দিনের বেলায় দল বেঁধে কাঠ সংগ্রহ করতে যায়। বাড়ীর খুব কাছে জ্বালানী লাকড়ির গাছ লাগানোর মাধ্যমে যারা কাঠ সংগ্রহ করে তারা নিরাপদ এবং স্বাস্থ্যবান থাকতে পারে।

দীর্ঘ পথ ধরে ভারী বোঝা বহন করলে মাথা ব্যথা, পিঠ ব্যথা, এবং বিশেষ করে শিশুদের মধ্যে শিরদাঁড়ায় ক্ষতি দেখা দিতে পারে।

www.hesperian.org health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 180 02/12/2014 09:30:05

বনভূমি এবং জীবিকা

জীবিকার একটি গুরুত্বপূর্ণ উৎস হলো বনভূমি। কোন কোন সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থা বলে যে বনভূমির সবচেয়ে বেশী ক্ষতির কারণ হলো দরিদ্র জনগণ যারা কৃষি কাজ করে বা তাদের জীবিকার জন্য অন্য উপায়ে আয় করতে গাছ কেটে ফেলে। কিন্তু মানুষের যখন যথেষ্ট পরিমাণ খাবার, আয়, বা অন্যান্য মৌলিক চাহিদাগুলোর কোনটা না থাকে তখন বেঁচে থাকার চাহিদা বন সংরক্ষণের চাহিদা থেকে বেশী গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। কোন কোন সময় গাছ কাটা ছাড়া মানুষের আর কোন উপায় থাকেনা, তা নতুন কৃষি জমি বানাতে বনভূমি সাফ করার জন্য হোক বা জ্বালানী কাঠ ও গাছের গুড়ি পাবার জন্য হোক। বননিধনের দোষ কদাচিৎ শিল্পগুলোর উপর দেয়া হয় যারা প্রচুর পরিমাণে কাঠ কেটে নেয় বা খনি, তেল উত্তোলন, বা শিল্পজাত কৃষির জন্য বন কেটে সাবার করে ফেলে।

যখন মানুষের প্রাত্যহিক চাহিদা মেটে তখন তারা কিভাবে পরিবেশের পরিচর্যা করা যায় সে বিষয়সহ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করতে ভালভাবে সমর্থ হয়। জনগণ যারা বনের মধ্যে বাস করে এবং বনের যত্ন নেয় তারা জানে যে খুব বেশী ক্ষতি না ঘঠিয়েই বন থেকে জীবিকার জন্য আয় করার অনেক উপায় আছে। অনেক ক্ষেত্রেই বননিধনের কারণ হলো শিল্পগুলোর চাহিদা এবং দারিদ্রের চাপ।

বননিধনের ফলে দারিদ্রের সৃষ্টি হয় এবং দারিদ্র্য আরও বননিধনের ঘটনা ঘটায়

www.hesperian.org health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 181 02/12/2014 09:30:05

বনভূমিতে কৃষিকাজ

অনেক এলাকাতেই কৃষক শস্য রোপন করতে বনের মধ্যে কিছু জায়গা পরিষ্কার করে, আর চারপাশের জায়গাগুলোকে একেবারেই স্পর্শ করে না। তারা সেখানে চাষ করতে থাকে যতক্ষণ না পর্যন্ত আগাছা তাদের শস্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে শুরু করে। তারপর তারা একটি নতুন জায়গা পরিষ্কার করে এবং পুরোনো সেই অংশটি আবার জঙ্গল গড়ে ওঠে, এবং মাটিকে পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে আনে। এটাকে কোন কোন সময় 'কাটো ও পোড়াও' বা ভস্মীকরণ কৃষি (বিশেষত নিউজিল্যাণ্ডে) বলা হয়ে থাকে।

ভস্মিকরণ কৃষি হাজার হাজার বছর ধরে করা হয়েছে। কিন্তু নতুন এলাকায় জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও বসতি গড়ে ওঠার কারণে এভাবে কৃষি কাজ করার জন্য বনভূমির পরিমাণ হ্রাস পেয়েছে। এমনকি বন কর্তৃক পুনরুদ্ধার হবার মতো কৃষি ভূমির জন্য যথেষ্ট পরিমাণ জমিও আর বিদ্যমান নেই। ভস্মীকরণ কৃষি কৃষক এবং বনভূমি উভয়ের জন্যই অটেকসই হয়ে উঠেছে। যে জনগোষ্ঠী বনভূমিতে কৃষি কাজ করে তারা যদি টেকসই কৃষি পদ্ধতি ব্যবহার করে তবে তারা ভাল ফলাফল পেতে পারে, এবং তাদের বসবাসরত জায়গায় আরও দীর্ঘ সময় থাকতে পারে (পৃষ্ঠা ১৫ দেখুন)।

বনভূমি এবং জীবিকা রক্ষা করা

ভারতের অন্ধ্র প্রদেশের বনভূমিগুলোতে গ্রামবাসীর বনের ছোট ছোট অংশ পরিষ্কার করে শস্য ফলায়। কিন্তু যে মাসগুলোতে তাদের ছোট ছোট কৃষিভূমি থেকে সামান্য খাদ্য থাকে সে মাসগুলোতে অনেক মানুষেরই জীবিকা নির্ভর করে বনে জন্মানো জিনিসগুলোর উপর। কোন কোন গ্রামবাসী জ্বালানীর জন্য কাঠ সংগ্রহ ও বিক্রয় করে, যেখানে অন্যান্যরা কাঠ ব্যবহার করে বিক্রয়ের জন্য হাতিয়ার তৈরি করে। গ্রামবাসীরা যেভাবে বনের সম্পদগুলো ব্যবহারের জন্য অনুমতি পেতো তা 'জনগোষ্ঠীর বনপরিষদ' নামে একটি দলের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রিত হতো।

বনপরিষদ যখন দেখলো যে কোন কোন এলাকা অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে, তখন যে পরিমাণ কাঠ সংগ্রহ করা যাবে তা হ্রাস করে তারা নতুন নিয়ম চালু করলো। নিয়মগুলো খুবই কঠোর ছিল, এবং অনেক ব্যক্তির জীবিকার জন্য তা হুমকিস্বরূপ হলো। যারা জ্বালানীর জন্য ও হাতিয়ার তৈরির জন্য কাঠ বিক্রয় করে বেঁচে ছিল তাদের আয়ের পথ আর খোলা থাকলো না। যখন খাদ্যের অভাব দেখা দিলো, ঐ পরিবারগুলো ভুক্তভোগী হলো।

বন পরিষদের সদস্যরাও এই একই জনগোষ্ঠীর মধ্য থেকেই এসেছে, সুতরাং তারা একটি সমাধানের সন্ধান করতে চাইলো যা জনগোষ্ঠীর কোন সদস্যরই না খেয়ে থাকা কিন্তু বনকে রক্ষা করা নিশ্চিত করবে। অনেকগুলো সভা করার পর একটি সিদ্ধান্তে আসা গেলো। বনের নতুন নিয়ম পরিবর্তন না করে বনপরিষদ কৃষি জমির উৎকর্ষতার জন্য জলের চলাচল ধীর করতে ও ভূমিক্ষয় রোধ করতে দেহরেখা বরাবর বাঁধ তৈরি করবে। এর ফলে মাটি সমৃদ্ধ হবে এবং শস্যের জন্য আরও বেশী জলের যোগান দেবে ফলে কৃষিকাজ আরও উৎপাদনশীল হবে এবং বনকে বিপদগ্রস্থ না করে সকলের জন্য আরো বেশী খাদ্য পাওয়া যাবে।

www.hesperian.org health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 182 02/12/2014 09:30:07

পরিবেশবান্ধব পর্যটন

সতর্কভাবে পরিচালিত পরিবেশবান্ধব পর্যটন বন রক্ষা করতে পারে।

পরিবেশবান্ধব পর্যটন হলো একটি এলাকার প্রাকৃতিক সৌন্দয্য দেখতে বা সেখানে বাস করা উদ্ভিদ এবং প্রাণী সম্পর্কে জানতে আসা অতিথীদের কাছ থেকে অর্থ উপার্জন করার একটি উপায়। কোন কোন পরিবেশবান্ধব পর্যটন প্রকল্প শুধুমাত্র মানুষকে প্রাকৃতিক সৌন্দয্য উপভোগ করতে নিয়ে আসে। অন্যান্যগুলো সেই এলাকার বাসিন্দাদের সাথে বাস করে পরিবেশকে রক্ষার বিষয়ে শেখার জন্য তাদেরকে আমন্ত্রণ জানায়। তারপরও অন্যান্য প্রকল্প পর্যটকদেরকে পরিবেশ রক্ষার প্রকল্পতে সক্রিয়ভাবে কাজ করার জন্য আমান্ত্রণ জানায়।

বনে বসবাসরত জনগোষ্ঠীর জন্য পরিবেশবান্ধব পর্যটন অর্থ উপার্জনের একটি ভাল উপায়। কিন্তু একটি প্রকল্প শুরু করা ও চালানো বেশ ব্যয়বহুল হতে পারে, এবং তার জন্য সুচিন্তিত পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে। পর্যটকদেরও খাদ্য, আরাম, আশ্রয়গ্রহণ, সহায়ক এবং সংস্কৃতিগত ভিন্নতাকে মানিয়ে নিতে অনেক ধৈয্যর প্রয়োজন হয়। তাদের দুর্ঘটনাও ঘটতে পারে বা তাদের স্বাস্থ্য সেবা প্রয়োজন হয়। পর্যটকদেরকে আকর্ষণ করতে কোন পত্রিকা বা ইন্টারনেটে বিজ্ঞাপনের প্রয়োজন হয়, বিবরণ পুস্তিকা ছাপানো, এবং অন্যান্য ধরনের প্রচারণার প্রয়োজন হয়।

পরিবেশবান্ধব পর্যটন প্রকল্পগুলো সর্বদাই টেকসই হয় না। এগুলোকে বিচক্ষণতার সাথে পরিচালনা করতে হবে যাতে এর মাধ্যমে অর্জিত অর্থ যেন শুধুমাত্র বাইরের প্রতিনিধি বা ব্যবসায়িদের বা মাত্র কয়েকটি স্থানীয় পরিবারের উপকার না করে বরং জনগোষ্ঠীর সবার জন্য উপকারে আসে। সফল পরিবেশবান্ধব পর্যটন প্রকল্পগুলো প্রায়শঃই দর্শনের জন্য পর্যটকের সংখ্যা সীমিত করে দেয়, যাতে এলাকাবাসীর উপর তা কম চাপ সৃষ্টি করে এবং পরিবেশের প্রতি কম ক্ষতি করে।

কাঠ নয় এমন বন উৎপাদ

কাঠ নয় এমন বন উৎপাদ হলো কাঠ ছাড়া অন্য যেকোন জিনিস যা বনকে ক্ষতিগ্রস্থ না করেই সংগ্রহ করা যায়। এর মধ্যে আছে বাদাম, ফলফলাদি, ঔষধী গাছ, এবং আশ জাতীয় গাছ। যে সমস্ত জনগোষ্ঠীর কাঠ নয় এমন বন উৎপাদ বিক্রয়ের সাফল্য আছে তাদের কাছে নীচের নির্দেশনাগুলোকে মেনে চলা গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে প্রতিয়মান হয়েছে:

- কে এই উৎপাদগুলো সংগ্রহ ও বিক্রয় করবে, এবং টেকসইভাবে কী করে সবচেয়ে ভাল করে এগুলো সংগ্রহ করা যায় সে ব্যাপারে পরিষ্কার নিয়ম প্রণয়ন করুন। একবার একটি উৎপাদ সফল হলেই এটি অতিরিক্ত সংগ্রহ হবার বিপদের পড়তে পারে। শুধুমাত্র সে পরিমাণ উৎপাদ সংগ্রহ করুন যাতে এগুলো জন্মাতে পারে এবং পুনরোৎপাদিত হতে পারে।
- উৎপাদটির জন্য একটি বাজারের সন্ধান করুন বা গড়ে তুলুন। যদি কোন উৎপাদ বিক্রয় করা না যায় বা ব্যবহৃত না হয় তবে তা সংগ্রহ করে কোন লাভ নেই।

ehb 2012 (CS5.5).indb 183 02/12/2014 09:30:07

বন থেকে ঔষধি সংগ্রহ করা

ভারতে বঙ্গোপসাগরের কাছে জায়গাগুলোতে অনেক লোকই অসুস্থ্য হলে সনাতন উপশমকদের কাছে যায়। এই উপশমকরা বন থেকে সংগৃহিত উদ্ভিদ থেকে ঔষধ তৈরি করে। একদিন, একটি বেসরকারী সংস্থা (এনজিও) থেকে সেখানকার একটি গ্রামে জনগণকে এই ঔষধী গাছ সংগ্রহ করে এবং শহরে বিক্রয় করে অর্থ উপার্জনে সাহায্য করতে কিছু লোক এলো। ঔষধী গাছগুলোকে বিক্রয়ের জন্য তাদের সংস্থাকে ব্যবহার করে তারা জনগোষ্ঠীকে গাছ না কেটেই বন থেকে অর্থ উপার্জন করতে সাহায্য করলো।

গ্রামবাসীরা অর্থ উপার্জনের নতুন উপায় খুঁজে পেয়ে খুব খুশি, এবং অনেক লোকই সেই ঔষধী গাছ সংগ্রহ ও বিক্রয় করা শুরু করলো। কিন্তু এগুলোর কোন ক্ষতিসাধন না করে কিভাবে তা সংগ্রহ করতে হবে তা তারা উপশমকদের জিজ্ঞাসা করে নি, এবং কতটুকু পরিমাণ তারা সংগ্রহ করেছে সে ব্যাপারেও তারা সতর্ক ছিলো না।

অর্থ উপার্জনের উত্তেজনায় কোন কোন গ্রামবাসী যে গাছ থেকে তারা এগুলো সংগ্রহ করতো সেগুলোরই ক্ষতি করে বসলো। কয়েকটি শিকড় পাবার জন্য গাছের চারপাশে না খুড়ে কোন কোন ব্যক্তি পুরো গাছটাই কেটে ফেললো। স্বল্প সময়ের মধ্যে এই বন থেকে ঔষধী গাছগুলো প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলো। এর ফলে সনাতন উপশমকদের কাছে উপশম করায় ব্যবহার করার মতো কোন ঔষধি গাছই আর থাকলো না। সুতরাং গ্রামবাসীরা অসুস্থ্য হলে ফার্মাসী থেকে ঔষধ ক্রয় করার জন্য তাদেরকে প্রচুর পরিমাণে অর্থ খরচ করতে হলো। পরিশেষে, ভবিষ্যতের জন্য এগুলোকে রক্ষা করে না এমন উপায়ে উদ্ভিদগুলোকে সংগ্রহ করার মাধ্যমে মানুষ ও বন উভয়েরই স্বাস্থ্যহানী ঘটলো ।

www.hesperian.org health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 184 02/12/2014 09:30:08

বন ধ্বংস

বেশীরভাগ বনভূমিই সম্পদের অটেকসই ব্যবহারের মাধ্যমে মুনাফা অর্জনকারী কাঠ সংগ্রহকারী কোম্পানী এবং অন্যান্য কর্পোরেশনগুলো দ্বারাই ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে। যখন একটি বন ধ্বংস হয়, তখন বড় বড় কোম্পানীগুলো আর একটি বনে যায়। কিন্তু ধ্বংসপ্রাপ্ত বনের মধ্যে বা তার কাছে যে মানুষগুলো বাস করে তাদের সাধারণতঃ কোথায় যাওয়ার জায়গা থাকে না।

যে মানুষগুলো বাঁচার জন্য সরাসরি বনের উপর নির্ভর করে না তারাও বন থেকে কেটে আনা উদ্ভিদ এবং এর মাটির নিচ থেকে খুঁড়ে আনা আকরিক থেকে সৃষ্ট অনেক বন উৎপাদ ব্যবহার করে যেমন বই এবং খবরের কাগজ, নির্মাণ সামগ্রী, খাদ্য যেমন গরুর মাংস, সয়া, এবং পামের তেল। এইভাবে ব্যবহার করে ফেলা বনকে পুনস্থাপন করার প্রয়োজনীয়তার বিষয়ে মানুষ কদাচিৎ চিন্তা করে।

কিভাবে বনভূমির অবনতি হয় এবং তা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়

যদি বনের সম্পদ এমনভাবে ব্যবহার এবং পরিচালনা করা না হয় যার মাধ্যমে বনকে ক্রমাগত বৃদ্ধি পেতে ও উৎপাদন বজায় রাখতে সুযোগ দেয়, তাবে আমাদের সকল বনই একসময় বিলীন হয়ে যাবে। বনের দীর্ঘ মাত্রার ক্ষতির কারণগুলোর মধ্যে আছে:

- **সম্পূর্ণ রূপে কাঠ কাটা** (যখন একটি এলাকার বেশীরভাগ গাছই কাঠের জন্য কেটে ফেলা হবে) মাটিকে ঘনবিন্যস্ত করে ও মাটি ঝরে যায়, বন্যপ্রাণী ধ্বংস হয়, ও জলপথ পলিতে পূর্ণ হয়ে যায়।
- **বৃহৎ বানিজ্যিক কৃষি,** গবাদী পশুর খামার, এবং **বৃক্ষরোপন**-এর কারণে প্রায়শঃই বনভূমি পরিষ্কার করার প্রয়োজন পড়ে।
- ম্যনগ্রুভ জলাশয় এবং অন্যান্য উপকূলীয় বনগুলোকে কেটে এবং পরিষ্কার করে **চিংড়ির ঘের** তৈরি করা হয়, ফলে প্রায়শঃই মাছ ধরার ছোট ছোট গোষ্ঠীগুলো কর্মহীন হয়ে পড়ে, জলের দূষণ দেখা দেয়, এবং আরও বেশী করে অসুস্থতা, দারিদ্র, এবং অপুষ্টি দেখা দেয়।
- **কাগজের কারখানাগুলো** ভূমি, জল, এবং বায়ুদূষণকারী বিষাক্ত বর্জ্য ছেড়ে যায়।
- **খনি, তেল, এবং গ্যাস কোম্পানীগুলো** বন কেটে ফেলে এবং বিষাক্ত বর্জ্য ছেড়ে যায় যা ভূমি, জল, এবং বায়ুকে বিষাক্ত করে তোলে।
- **বড় বাঁধ প্রকল্পগুলো** বনের একটি বড় অংশকে ভাসিয়ে দেয়। জনগণ বাঁধের এলাকা থেকে সরে যেতে বাধ্য হয় এবং তাদের জন্য নতুন ঘর ও মাঠ তৈরি করতে আরও বেশী কাঠ কেটে নেয়।

বন যখন ক্রয় করা ও বিক্রয় করার পন্যতে পরিণত হয় তখন জনগণের স্বাস্থ্য ও জীবিকার উপর ফেলা প্রভাবগুলো কর্পোরেশন এবং সরকার কদাচিৎ বিবেচনা করে।

ehb 2012 (CS5.5).indb 185 02/12/2014 09:30:09

বন বিরোধ

যেহেতু বনের সম্পদ সীমিত, তাই ভিন্নভাবে বনের সম্পদকে ব্যবহার করা প্রয়োজন এমন ব্যক্তিদের মধ্যে প্রায়শঃই বিরোধের সৃষ্টি হয়। স্থানীয় জনগোষ্ঠী যারা বনের উপর নির্ভর করে থাকে এবং বন থেকে পাওয়া সকল সম্পদ সংগ্রহ করতে চাওয়া এলাকার বাইরে থেকে আসা শিল্পকারখানাগুলোর মধ্যেও বিরোধ সৃষ্টি হতে পারে।

সামাজিক নাটক

সামাজিক নাটক হলো বিরোধগুলো এবং সেগুলোর কারণ সম্পর্কে চিন্তা করায় সাহায্য করতে নাট্যাভিনয় ব্যবহার করার একটি উপায়। সামাজিক নাটক একটি কর্মদ্যোগ এবং পরিবর্তনের সম্ভবানা যাচাই করে দেখতে জনগণকে সাহায্য করতে পারে। (সামাজিক নাটক এবং ভূমিকাভিনয় সম্পর্কে আরও জানতে পৃষ্ঠা ১৭ দেখুন: এছাড়াও হেসপেরিয়ানের পুস্তক *স্বাস্থ্যকর্মীদের শিখতে সাহায্য করা* দেখুন)

১ প্রায় ৫ জন করে একএকটি **দলে ভাগ করুন** এবং প্রতিটি দলকে একটি করে পরিস্থিতির সংক্ষিপ্ত বর্ণনা করুন যার ফলে বন সম্পদের বিষয় নিয়ে বিরোধের সৃষ্টি হতে পারে। এমন পরিস্থিতির বর্ণনা করুন যা মানুষের কাছে বিশ্বাসযোগ্য হয়, কিন্তু যারা এতে সম্পৃক্ত আছে তাদেরকে লজ্জিত বা রাগান্বিত করতে পারে এমন স্থানীয় পরিস্থিতি এড়িয়ে চলুন। এই অভিনয়টি আরও বেশী বাস্তবসম্মত হবে যদি অংশগ্রহণকারীরা তারা যে অংশটির অভিনয় করছে তা বুঝাতে কয়েকটি সাধারণ পোষাক এবং সরঞ্জাম ব্যবহার করে।

২ **প্রতিটি দলকে বলুন** যেন ১৫ থেকে ২০ মিনিট সময় ব্যয় করে তারা ৫ মিনিটের একটি সামাজিক নাটক নির্মাণ করে। প্রত্যেককেই একটি অংশ অভিনয় করতে বলুন। প্রতিটি দলই অন্য দলগুলোর সামনে অভিনয় করবে। প্রতিটি সামাজিক নাটক শেষ হবার পর একটি আলোচনার মাধ্যমে বিরোধটির সমাধান বের হতে পারে। অথবা আপনি সবগুলো দলের অভিনয় করা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে পারেন এবং একত্রে আলোচনা করতে পারেন।

৩ **আপনার কেমন অনুভূতি হলো?** সামাজিক নাটকগুলো প্রদর্শিত হবার পর এবং আলোচনার পূর্বে (পৃষ্ঠা ১৮৯ দেখুন) প্রতিটি অংশগ্রহণকারীকে জিজ্ঞাসা করুন যে তাদের অংশটি অভিনয় করতে কেমন লাগলো। প্রতিটি সামাজিক নাটক চলাকালীন যারা নাটকগুলো দেখেছে তারা কেমন অনুভব করেছে, এবং বিরোধের ব্যাপারে অভিনয়কারীরা তাদের মধ্যে কিরকম অনুভূতি সৃষ্টি করেছে তা জিজ্ঞাসা করুন।

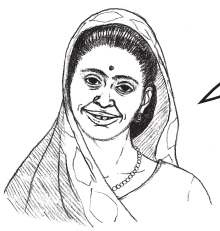

এলাকার বিরোধ সম্পর্কে একজন সহায়কের জানা থাকতে হবে এবং বিভিন্ন জনগোষ্ঠী আলোচনার সময় যে ধরনের প্রতিক্রিয়া দেখাতে পারে সে ব্যাপারে স্পর্শকাতর হতে হবে। সামাজিক নাটক চলাকালীন, একটি নিরাপদ ও উন্মুক্ত পরিবেশ তৈরি করার ব্যাপারে মনযোগী হোন যেখানে জনগণ কথা বলতে ভীত হবে না।

www.hesperian.org health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 186 02/12/2014 09:30:10

সামাজিক নাটক (চলমান)

বন বিরোধের বিষয় সামাজিক নাটক করেতে নীচের **কয়েকটি গল্প চয়ন করুন**। অথবা আপনার এলাকার সত্যিকার বিরোধের উপর ভিত্তি করে একটি সামাজিক নাটক নির্মাণ করুন।

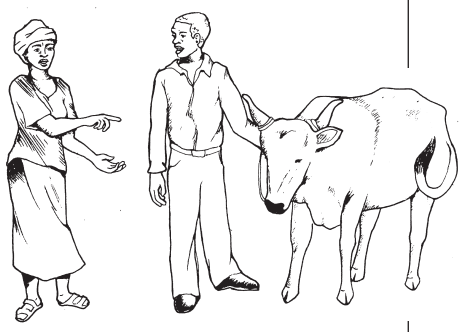

১ম পরিস্থিতি। চরিত্রসমূহ: গবাদী পশুসহ একটি লোক, ঔষধী গাছ সংগ্রাহক, গণসভার অংশগ্রহণকারী।

অনেক দিন ধরে অনুপস্থিত থাকার পর একজন ব্যক্তি ১০টি গবাদী পশু নিয়ে একটি এলাকায় প্রত্যাবর্তন করলো এবং সেগুলোকে এলাকার বনভূমিতে চড়াতে শুরু করলো। অন্যান্য এলাকাবাসী যখন ঔধধী গাছ এবং শুকনো খড় সংগ্রহ করতে বনে প্রবেশ করে তখন তারা দেখে যে পশুগুলো এতো পরিমাণে খেয়ে সাবার করেছে যে তাদের জন্য অল্পই বাকী আছে। তারা এই সমস্যার বিষয়ে আলোচনা করতে একটি সভার আয়োজন করলো। পশুর মালিক দাবী করলো পশুগুলো যত বেশী পরিমাণেই খেয়ে ফেলুক না কেনো তার এগুলো চড়ানোর অধিকার আছে। এলাকার অন্যান্যরা এব্যাপারে দ্বিমত প্রকাশ করে। এরপর কী হবে?

২য় পরিস্থিতি। চরিত্রসমূহ: তরুন যুবক গাছ কাটছে, সরকারী কর্মচারী, জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করছে কয়েকজন নারী।

বেশ কয়েকজন তরুন যুবক যৌথভূমি থেকে কোন অনুমতি ছাড়াই গাছ কেটে ফেলছে, এবং গুড়িগুলো স্থানীয় সরকারী কর্মীদের কাছে বিক্রয় করছে, যারা গুড়িগুলোকে একটি ট্রাকে করে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। একজন নারী একটি জায়গায় যায় যেখান থেকে সে সাধারণতঃ জ্বালানী কাঠ সংগ্রহ করে এবং দেখে যে কয়েকটি যুবক গাছ কেটে নিচ্ছে। এদের মধ্যে একজন যুবক আবার তার ছেলে। সে এলাকায় ফেরত যায় এবং অন্যান্য যুবকদের মায়েদের কাছে এবিষয়টি জানিয়ে দেয়। যুবকদেরকে গাছ কাটা বন্ধ করতে বলতে নারীরা আবার পরবর্তী দিনে বনে প্রবেশ করে। প্রথম নারীর ছেলেটি বলে যে তার মেয়ে শিশুটি অর্থাৎ ঐ নারীর নাতির জন্য ঔষধ কিনতে গাছ বিক্রয় করে অর্থ যোগাড় করতে হবে। পরবর্তীতে কী ঘটবে?

৩য় পরিস্থিতি। চরিত্রসমূহ: কুঠার এবং বলদসহ এলাকাবাসী, চক্রকরাত এবং ট্রাকসহ সরকারী লোক, গ্রাম পরিষদ কর্মকর্তা।

বংশানুক্রমে মানুষ কুঠার ব্যবহার করে গাছ কেটেছে এবং বলদের সাহায্য সেগুলোকে নিয়ে গেছে। এখন স্থানীয় সরকারের লোক চক্রকরাত দিয়ে গাছ কাঠছে আর বলছে যে এই বন সরকারী সম্পত্তি। একদিন সরকারী লোকজন বুলডোজার এবং ভারী যন্ত্রপাতী নিয়ে হাজির হলো। তারা সবচেয়ে বড় গাছগুলোকে নিয়ে যাবার জন্য বনের মধ্যে দিয়ে একটি রাস্তা নির্মাণ করতে চায়। এলাকা থেকে একদল লোক তাদের মুখোমুখি হতে বনের দিকে চললো। এরপর কী হবে?

www.hesperian.org health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 187 02/12/2014 09:30:11

সামাজিক নাটক (চলমান)

আলোচনা শুরু করার আগে অভিনয়কারীদের তাদের ভূমিকা থেকে 'বেরিয়ে আসা' খুবই গুরুত্বপূর্ণ যাতে কোন একজনকে দুষ্টুলোক বা ভুক্তভোগী হিসেবে লেবেল লাগিয়ে দেওয়া না হয়। ব্যক্তিটি যে ভূমিকায় অভিনয় করলো তার সাথে ঐ ব্যক্তিকে মিলিয়ে না ফেলাটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

৪ প্রতিটি সামাজিক নাটক আলোচনা করুন

প্রতিটি অভিনয়কারীকে তাদের সাজসরঞ্জাম এবং পোষাকগুলো ঘরের সামনে স্তূপাকারে রেখে দলের কাছে ফেরত যাবে। :

- সামাজিক নাটকে কী ঘটলো তা বর্ণনা করুন।
- যে কর্মকাণ্ডগুলোর জন্য বিরোধ সৃষ্টি হয়েছে তা চিহ্নিত করুন।
- বিভিন্ন চাহিদাগুলো চিহ্নিত করুন যেগুলো বিরোধের মূল কারণ ছিল।
- এমন উপায়ের পরামর্শ দিন যাতে দীর্ঘ মেয়াদের জন্য বিরোধ মিটানো যায়।

প্রতিটি সামাজিক নাটকের জন্য একই প্রক্রিয়া পালন করুন। সহায়ক হয়তো গুরুত্বপূর্ণ চিন্তাভাবনাগুলো একটি বড় কাগজের উপর বা একটি বোর্ডে চক দিয়ে লিখতে পারে।

প্র: কী কারণে বিরোধ সৃষ্টি হলো?

উ: একজন লোক গরু রাখতে চেয়েছিল, কিন্তু তারা বনের ক্ষতি করলো।

প্র: লোকটির কেন মনে হলো যে তার গরুগুলোকে বনের মধ্যে চড়ানোর একটি অধিকার আছে?

উ: কে কে এবং কোন উদ্দেশ্যে বন ব্যবহার করতে পারবে সে বিষয়ে কোন চুক্তি নেই।

প্র: বনের ক্ষতি কিভাবে জনগোষ্ঠীকে প্রভাবিত করলো?

উ: আর কোন ঔষধী এবং শুকনো খড় নেই।

প্র: তাহলে কোন কোন চাহিদায় বিরোধ আছে?

উ: বন উৎপাদ পাওয়ার চাহিদা এবং গরু চড়াতে পারার চাহিদা।

প্র: উভয় চাহিদা পূরণের কোন উপায় আছে কি?

উ: জনগোষ্ঠীর প্রয়োজন এমন উদ্ভিদ যেখানে নেই সেখানে গরুগুলো চড়তে পারে।

উ: গরুর মালিক একটি বেড়া তৈরি করতে পারে।

উ: গরুর মালিক তার গরু চড়ানোর অধিকার ভোগের পরিবর্তে তার বন উৎপাদ সংগ্রহ করার অধিকার ছেড়ে দিতে পারে, এবং পরে যখন তার প্রয়োজন হবে তখন সে বন উৎপাদগুলোর জন্য বিনিময় করতে পারে।

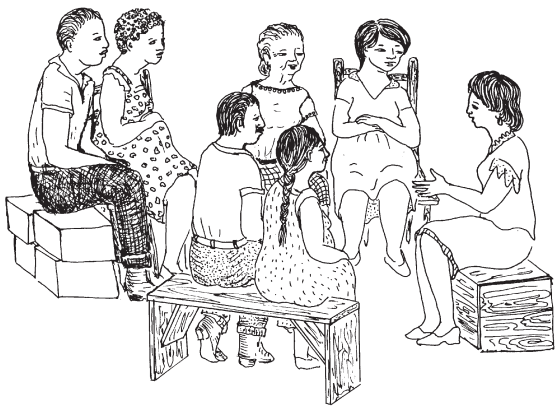

প্র: এই বিরোধ মিটানোর পর কি জনগোষ্ঠীর মধ্যে আরো বেশী সমতা এসেছে না কম সমতা এসেছে?

আলোচনাগুলো যদি প্রচুর পরিমাণে মতানৈক্য সৃষ্টি করে তবে এটিকে এমনভাবে শেষ করা উচিত যাতে সকলে এক থাকে। সকলে মিলে একটি গান গাওয়ার মাধ্যমে বা একটি সহযোগিতামূলক কর্মকাণ্ড করার মাধ্যমে সকলকে একটি ভাল অনুভূতি নিয়ে স্থান ত্যাগ করতে সাহায্য করতে পারে।

www.hesperian.org health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 188 02/12/2014 09:30:12

বনভূমির টেকসই ব্যবহার

টেকসই বন ব্যবস্থাপনা মানে হলো বনকে এমনভাবে ব্যবহার করতে হবে এবং এর যত্ন নিতে হবে যা প্রাত্যহিক চাহিদা মিটাবে কিন্তু ভবিষ্যতের জন্য বনকে সুরক্ষা করবে। টেকসই পদ্ধতি সব জায়গায় একই রকম না। প্রতিটি জনগোষ্ঠীকেই তাদের নিজেদের এবং তাদের বনের জন্য কোনটি ভাল কাজ করে তার সন্ধান করা প্রয়োজন।

একটি টেকসই বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা একটি জনগোষ্ঠীকে তাদের বনকে সবচেয়ে ভালভাবে কিভাবে ব্যবহার করা যায় তার সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। এর মাধ্যমে শিল্পকারখানা বা সরকার দ্বারা বনের প্রতি হুমকি প্রতিরোধ করতেও এটি সাহায্য করতে পারে। বন উৎপাদগুলো টেকসইভাবে উৎপাদন করা হয়েছে তা দেখাতে পারলে কোন কোন সময় আপনি সেগুলোর জন্য একটি ভাল মূল্য পেতে পারেন। কিন্তু টেকসই বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হলো এটি বন ব্যবহার ও রক্ষার জন্য স্থানীয় জনগণকে একত্রে কাজ করতে সাহায্য করে।

বন ব্যবহার ও রক্ষা উভয়ের জন্যই কয়েকটি উপায় যা মধ্যে একই সাথে নীচেরগুলো অন্তর্ভূক্ত থাকে:

- লতাজাতীয় গাছ, উদ্ভিদ, এবং গাছগুলোকে **পাতলাকরণ** করলে বনের মধ্যে আরও বেশী সূর্যালোক প্রবেশ করে, সুতরাং যে উদ্ভিদগুলো আপনি চাচ্ছেন সেগুলো জন্মাতে পারে।

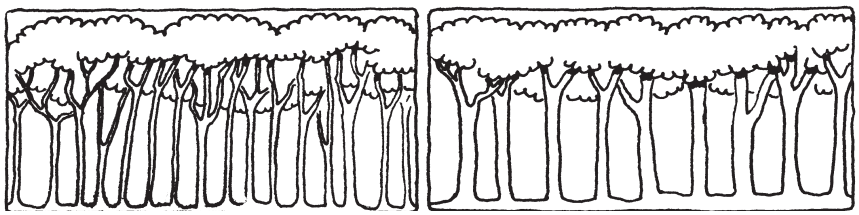

পাতলাকরণ মানে হলো কোন কোন গাছ কাটা যাতে যেগুলো থেকে যাবে সেগুলো আরো চওড়া এবং সুস্থ্য হয়ে বেড়ে উঠবে।

- **সমৃদ্ধকরণ রোপন** মানে হলো পুরাতন গাছগুলোর নীচে বা ছোট ছোট ফাঁকা জায়গায় নতুন গাছ বা উদ্ভিদ রোপন করা যখন এগুলো নিজে নিজেই বেড়ে না ওঠে।
- ***কেটে ফেলার পর পুনরোপন*** হলো কেটে ফেলো গাছগুলোর পরিবর্তে নতুন গাছ বা বীজের প্রতিস্থাপন নিশ্চিত করার একটি উপায়।
- **নিয়ন্ত্রিত পোড়ানো** গাছের নীচে জন্মানো ঝোপগুলোকে হ্রাস করতে পারে। ফলে পুষ্টি উপাদানগুলো মাটির সঙ্গে মেশে ও গাছের ক্ষতি করতে পারে এমন কীটগুলোকে মেরে ফেলে। নিয়ন্ত্রিত পোড়ানোর জন্য সতর্ক পরিকল্পনার প্রয়োজন আছে কারণ আগুন সহজেই নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যেতে পারে।
- **নির্বাচিত গাছ কর্তন** মানে হলো মাত্র কয়েকটি গাছ কাটা, এবং মাটিকে ধরে রাখতে এবং ভবিষ্যতের জন্য বীজ প্রদান করতে তরুন গাছগুলো ও পুরাতন কিছু সুস্থ্য গাছকে বাঁচিয়ে রাখা।

নির্বাচিত গাছ কর্তন বনকে বৃদ্ধি পেতে সুযোগ দিতে ভবিষ্যতের জন্য কিছু গাছকে রক্ষা করে

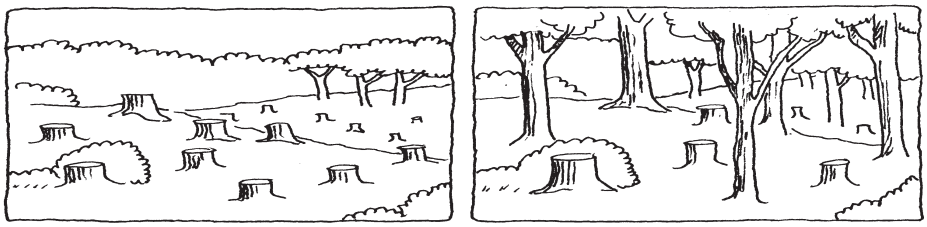

www.hesperian.org health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 189 02/12/2014 09:30:13

- কাঠ বিক্রয় না করে বরং **কাঠ নয় এমন বন উৎপাদ সংগ্রহ এবং বিক্রয় করা** বনের জন্য যত্ন নেয়া এবং সেই সাথে সাথে অর্থ উপার্জনের একটি উপায়।
- খামার মালিকদের বনের বাইরে তাদের পশুগুলোকে চড়ানোর জন্য **অর্থপ্রদান** করে, ও কৃষকদেরকে তাদের অংশের ভূমি থেকে গাছ না কাটার জন্য অর্থ প্রদান করে নিবিড় বন রক্ষায় সহায়তা করা যায় এবং বিরোধ রোধ করা যায়।
- **বন্য প্রাণীর করিডোর সংরক্ষণ** (বনভূমি বা বনভূমির সাথে সংযুক্ত এলাকা) বন্যপ্রাণীদেরকে একটি এলাকায় বাস করতে ও তার মাঝ দিয়ে চলাচল করতে সুযোগ দেয়।
- **সবুজ জায়গা রোপন করা,** অর্থাৎ যেখানে বেশীরভাগ গাছই কেটে ফেলা হয়েছে, বা যেখানে বন সম্পর্ণরূপে বিলীন হয়েছে সেখানে ছোট ছোট এলাকায় গাছ লাগানো, মাটি, জল, এবং বায়ুর উৎকর্ষতা বৃদ্ধির একটি উপায় এমনকি ঘনবসতিপূর্ণ শহর বা গঞ্জেও।
- যে সমস্ত এলাকায় অনেক বেশী গাছ কেটে ফেলা হয়েছে সে এলাকার ব্যবহার সীমিত করার মাধ্যমে বনের **প্রাকৃতিক পুনর্বৃদ্ধিতে সহায়তা** বনকে গড়ে উঠতে সাহায্য করে।
- কাঠের গুড়ি বহনের জন্য **পশু ব্যবহার করা** বুলডোজার এবং অন্যান্য যন্ত্রপাতী ব্যবহারের থেকেও কম ক্ষতি করে।

পশুরা মাটিকে যন্ত্রের থেকেও কম নিবিড় করে

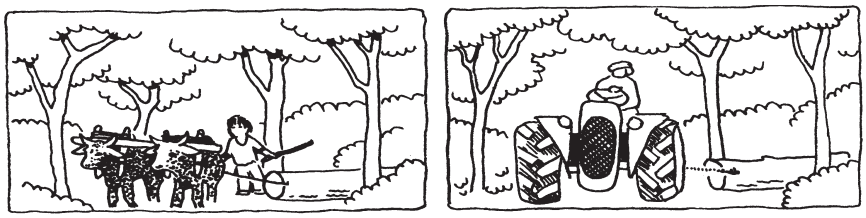

- পড়ে যাওয়া বা কেটে ফেলা গাছগুলোকে বনের বাইরে নিয়ে যাবার আগে এগুলোর **বাকল ও ডালগুলোকে ছেটে দেয়া** যাতে এগুলোকে টেনে নেবার সময় অন্য উদ্ভিদগুলোকে কোন ক্ষতি করতে না পারে। বাকল এবং ডালগুলো পঁচে ভাল মাটি তৈরি হবে।
- **পরিবেশবান্ধব পর্যটন** গাছ না কেটে বা পরিবেশের ক্ষতি না করেই পরিদর্শনকারীদেরকে একটি বনের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য দেখানোর মাধ্যমে অর্থ উপর্জন করে।

বনভূমি ব্যবহার করার অনেক উপায় আছে যার মাধ্যমে এগুলোকে ভবিষ্যতের জন্য সুগঠিত রাখা যায়।

www.hesperian.org health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 190 02/12/2014 09:30:13

প্রত্যেকের জ্ঞান ব্যবহার করুন, প্রত্যেকের চাহিদা বিবেচনা করুন

এই কার্যক্রমটি একটি জনগোষ্ঠীকে সকলে জন্য সুবিধা বয়ে আনে এমনভাবে কিভাবে বন সম্পদের ব্যবহার করা ও যত্ন নেয়া যায়। এটি তিনটি ছোট ছোট দলে ভাগ করে ২৫জন পর্যন্ত লোক নিয়ে করা যায়। বন ব্যবহারের সিদ্ধান্তে যারা যারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তাদের সকলকে অন্তর্ভূক্ত করা গুরুত্বপূর্ণ।

সময়: ৩ থেকে ৬ ঘন্টা (বা এক বৈঠকের বেশী সময় ধরে যদি আপনি মানচিত্রগুলো যত্ন করে রাখেন)।

উপকরণ: কমল, পেন্সিল, নোটবইয়ের কাগজ, আপনার এলাকার মানচিত্রসহ ৩ টা বড় কাগজ, এবং আঠাযুক্ত টেপ। মানচিত্রগুলো খসড়াভাবেও আঁকা যেতে পারে যতক্ষণ মানুষ কী দেখাতে চায় তা চিনতে পারে।

১ প্রতিটি দলের কাছে একটি করে মানচিত্র দিন। তারা বনে গিয়ে কী করে (জ্বালানী লাকড়ি কাটে, গরু চরায়, ফল ও লতাগুল্ম সংগ্রহ করে, শিকার করে, ইত্যাদি) প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার একটি ছবি তাদের নোটবইয়ে আঁকতে বলুন।

২ প্রতিটি দলের মধ্যেই প্রতিটি ব্যক্তিই তারা কী এঁকেছে এবং এটি তাদের জন্য কী অর্থবহন করে সেবিষয়ে আলোচনা করবে। ১ বা ২ জন ব্যক্তি তখন বড় মানচিত্রের উপর ছবি এঁকে প্রতিটি ব্যক্তি কোথায় এবং কিভাবে বন ব্যবহার করে তা দেখাবে।

৩ তাদের বড় মানচিত্রটিতে কী আঁকা হয়েছে তার উপর একটি আলোচনার জন্য দলগুলোকে একজায়গায় আনুন। বনের কোন কোন জায়গা কি অন্যান্য জায়গার থেকে বেশী ব্যবহার করা হয়েছে? পুরুষ, নারী, শিশু এবং বয়স্ক লোকেরা কি বনকে ভিন্ন ভিন্নভাবে ব্যবহার করে? বনকে যেভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে তাতে কোন বিস্ময় আছে কিনা?

৪ এগুলোর মতো প্রশ্ন করার মাধ্যমে সহায়ক বনের স্বাস্থ্যের উপর একটি আলোচনা শুরু করবে: বন থেকে কি আগের মতো এখনো একই সম্পদ পাওয়া যায়? সেখানে একসময় যেমন ছিল তার থেকে কি কম সংখ্যক পাখি, প্রাণী, এবং উদ্ভিদ আছে? এখানে কি এমন কোন জায়গা আছে যেখান থেকে সকল গাছ কেটে ফেলা হয়েছে? সেই সমস্ত জায়গাগুলোতে এখন কী করা হচ্ছে?

৫ প্রতিটি দল থেকে ১ বা ২ জন লোককে তাদের মানচিত্রের উপর ভিন্ন ভিন্ন রং বা চিহ্ন ব্যবহার করে বনের কোন জায়গা এখনো নিবিড় আছে, কোন জায়গার অবনতি ঘটেছে বা বিলীন হয়ে গেছে তা দেখাতে দাগ দিতে বলুন।

৬ বনের বিভিন্ন এলাকার কথা চিন্তা করুন এবং মানুষ কী পরিবর্তন দেখতে চায় তা আলোচনা করুন। এগুলোকে মানচিত্রের উপর আঁকুন বা লিখুন। পরবর্তী পৃষ্ঠায় কিছু প্রশ্ন আছে যা একটি আলোচনাকে এগিয়ে নিতে সাহায্য করতে পারে।

www.hesperian.org health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 191 02/12/2014 09:30:14

একটি বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা তৈরি করুন

১৯১ পৃষ্ঠার কার্যক্রমটি করার পর, এই প্রশ্নগুলো বিবেচনা করুন:

- **বন আমাদেরকে কী কী সুবিধা এবং সম্পদ দিয়ে থাকে?** কোন কোন গাছ, লতাগুল্ম, এবং প্রাণী ব্যবহৃত হয়? প্রতি মৌসুমেই কতটুকু পরিমাণ ব্যবহৃত হয়? সেখানে কি কোন জায়গা আছে যেখানে এই সম্পদগুলোর ঘাটতি আছে বা বিলীন হয়ে গেছে?
- **আমরা বনকে কিভাবে সহায়তা করতে পারি?** এলাকাবাসী কি গাছ লাগায়, নির্দিষ্ট এলাকা রক্ষা করে, বা বনকে নিবিড় রাখা নিশ্চিত করতে এদের অন্যান্য উপায় আছে কি?
- **বনের কিছু অংশ ব্যবহারের জন্য বন্ধ করে দেয়া উচিত কি?** বনের ঐ অংশ ব্যবহারকারী লোকেদের এটি কিভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করবে?
- **কিছু অংশে টেকসই পদ্ধতির চর্চা করা হবে কি?** বনের যত্ন নেয়ার উপর জনগোষ্ঠীর কোন ধরনের জ্ঞান আছে যার মাধ্যমে এই পরিবর্তনগুলো করায় সাহায্যে হবে?
- **টেকসই বন ব্যবস্থাপনাকে সফল করতে আমাদের কোন ধরনের দক্ষতা প্রয়োজন?** আমাদের যদি এই দক্ষতাগুলো না থাকে, আমরা এগুলোকে শিখতে পারি? আমাদের কি অন্যান্য সংস্থার উপর নির্ভর করে থাকা প্রয়োজন? সে সংগঠনগুলো আমাদের দক্ষতা ও জ্ঞান অর্জনে সাহায্য করবে বলে বিশ্বাস করি তাদের সাথে আমরা কিভাবে একটি দৃঢ় মৈত্রী তৈরি করতে পারে?
- **আমাদের জনগোষ্ঠী কিভাবে আমাদের বন প্রকল্পের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে পারে?** বাইরের লোকদের জন্য একটি দৃঢ় এবং পরিষ্কার সংবাদ উপস্থাপন করে এমন একটি ভালভাবে সংগঠিত জনগোষ্ঠী সাধারণতঃ টেকসই বন প্রকল্প থেকে বেশী লাভ অর্জন করে থাকে।
- **আমরা কিভাবে আমাদের উৎপাদগুলোকে বাজারে পাঠাবো?** প্রায়শঃই স্থানীয় বাজারে পন্য বিক্রয় করার থেকে জাতীয় বা বিদেশী বাজারে পন্য পাঠানো অনেক বেশী ব্যয়বহুল। স্থানীয় মূল্য অনেক কম, কিন্তু বিক্রয়ের মূল্যও অনেক কম।
- **আমাদের বনজ উৎপাদ–এর মূল্য কতো হবে?** আপনার যদি ভাবনা হয় যে আপনি বনজ উৎপাদ-এর জন্য একটি ন্যায্য বিনিময় মূল্য পাচ্ছেন কিনা, তবে আপনি কোন ন্যায্য ব্যবসায় সংস্থার (সম্পদ দেখুন) সাথে যোগাযোগ করতে পারেন।
- **নতুন পরিকল্পনাটি কী কী পরিবর্তন আনবে?** নতুন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা কি কিছু ব্যক্তির বন ব্যবহারের সক্ষমতাকে সীমিত করবে? তাদেরকে এই জনগোষ্ঠী এর বিনিময়ে কিভাবে সাহায্য করবে?

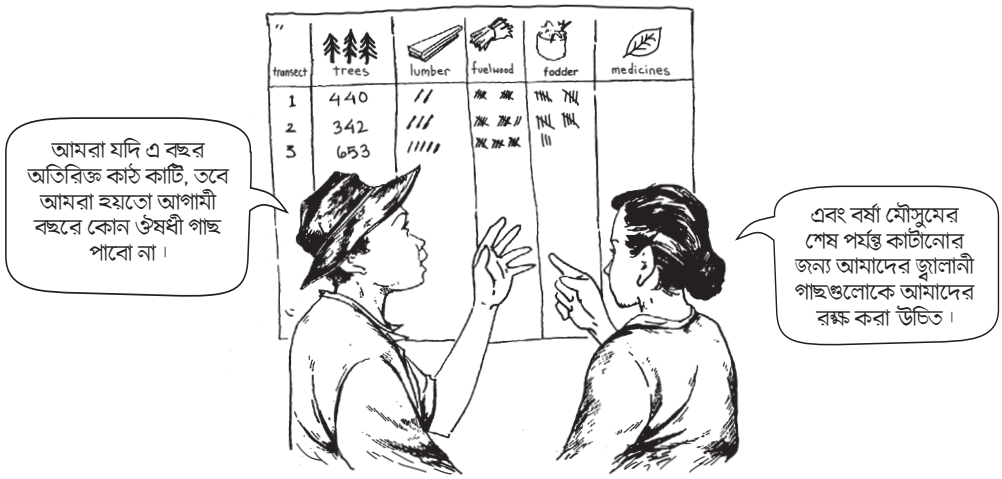

www.hesperian.org health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 192 02/12/2014 09:30:15

বনভূমি রক্ষায় অংশিদারিত্ব

বনভূমি থেকে সুবিধা ভোগ করে এমন যত বেশী সম্ভব দলের সাথে অংশিদারিত্ব গঠন করা সকলের চাহিদা মিটায় এমন উপায়ে বনকে ব্যবহার করা নিশ্চিত করতে সাহায্য করতে পারে। আপনার স্থানীয় এলাকার বাইরে লোকদের সাথে অংশিদারিত্বও আপনার অধিকার রক্ষা করতে পারে।

আমাজন রেইনফরেষ্ট রক্ষায় একত্রে কাজ করা

আমাজাঙ্গার জনগণ এখন যেখানে বাস করছে সেখানে সর্বদাই বাস করতো না। একটি তেল উপচে পড়ার ঘটনা কিচুয়া উপজাতির সদস্যদেরকে আমাজনে তাদের সনাতন ভূমি থেকে সরে যেতে বাধ্য করেছিল। তাদের নতুন নতুন বাসস্থান যখন বনধ্বংস এবং শিল্পগত কৃষির মাধ্যমে হুমকির মুখে পড়ছিল তখন গ্রামবাসীরা সিদ্ধান্ত নিলো যে তাদের লোকেদের ঐতিহ্য অনুযায়ী - শিকার করা, মাছ ধরা, এবং খাদ্য ও ঔষধের জন্য লতাগুল্ম সংগ্রহ করা - ভূমির ব্যবস্থাপনা করাই তাদের ভূমিকে রক্ষা করার সবচেয়ে উৎকৃষ্ট উপায়।

কিন্তু এর জন্য তাদের যে জমি আছে তার থেকে বেশী জমির প্রয়োজন। আমাজাঙ্গারা দাবী করলো যে তাদের পূর্বপুরুষরা যেভাবে বাস করেছে তাদেরকেও একইভাবে বাস করার জন্য সরকারকে একটি অঞ্চল দিতে হবে। 'আমরা এক টুকরো রুটির মতো করে একটু জমি থেকে বাঁচতে পারবো না', তারা বলল। 'আমরা একটি অঞ্চলের কথা, এবং একটি বন থেকে ভালভাবে বেঁচে থাকার অধিকারের কথা বলছি।' সরকার যখন তাদের কথা অগ্রাহ্য করলো তখন তারা আন্তর্জাতিক পরিবেশবাদী দলগুলোর কাছে তাদের পূর্বপুরুষের ভূমি পুনক্রয় করতে সাহায্য চাইলো।

গ্রামবাসীরা তাদের ঐতিহ্যগত উপায়ে বনের ব্যবহার দেখানো ছবি তোলা এবং চিত্রগ্রহণ করার জন্য এবং তাদের নিজেদের দেশের জনগণের মাঝে সেগুলো শেয়ার করতে তাদের আন্তর্জাতিক অংশিদারদের আমান্ত্রণ জানালো। কয়েক বছর পর, আমাজাঙ্গারা প্রায় ২০০০ হেক্টর বনভূমি ক্রয় করার মতো যথেষ্ট অর্থ উপার্জন করলো।

কিন্তু কাছাকাছি বসবাস করা সুয়ার উপজাতির সদস্যদের মধ্যে এতো পরিমাণে ভূমি ক্রয় করার বিষয়টি নিয়ে একটি সন্দেহ দানা বাঁধলো। যখন সুয়ার জনগোষ্ঠীও একই ভূমির মালিকানা দাবী করলো তখন আমাজাঙ্গার লোকেরা উপলব্ধি করলো যে তারা একটি ভুল করেছে। তারা আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলোর সাথে অংশিদারিত্ব গঠন করেছে কিন্তু তাদের প্রতিবেশীদের সাথে চুক্তি করতে অকৃতকার্য হয়েছে! সুয়াররা এতো বেশী রাগান্বিত হলো যে তারা সহিংসতার হুমকি দিলো। অনেকগুলো সভা করার পর, আমাজাঙ্গা এবং সুয়ার গোষ্ঠীর লোকেরা ভাগাভাগি করার নিয়ম অনুসারে বনভূমি ভাগাভাগি করে ব্যবহার করতে একমত হলো। যেহেতু কিচুয়া এবং সুয়ারদের মধ্যে কিভাবে বনের সবচেয়ে ভাল ব্যবহার করা যায় সে ব্যাপারে একই ধরনের বোঝাপড়া আছে তাই তারা একটি মৈত্রী গঠন করতে সমর্থ হলো।

তারা ঐ ভূমিটিকে একটি সংরক্ষিত বনে পরিণত করলো এবং গাছ কাটা ও রাস্তা নির্মাণ রোধ করতে একটি বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনার বিষয়ে একমত হলো। সেই জমিটিকে 'আমাজনের সকল আদিবাসী উপজাতীয়দের পৈত্রিক সম্পত্তি' হিসেবে ঘোষণা করা হলো এবং ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সংরক্ষিত করা হলো। কাছে ও দূরের দর্শণার্থীদের কাছে সাহায্য চেয়ে আমাজাঙ্গার লোকেরা তাদের বন রক্ষা করবে, তাদের সংস্কৃতি ধরে রাখবে, এবং অন্যান্যদেরকে তাদের নিজেদের বনভূমির গৃহকে রক্ষার জন্য সাহায্য করবে।

ehb 2012 (CS5.5).indb 193 02/12/2014 09:30:16

বন সংরক্ষণ

বন উদ্যান এবং সংরক্ষিত এলাকা তৈরি করার মাধ্যমে বন রক্ষার জন্য এবং পরিবেশবান্ধব পর্যটন গড়ে তুলতে সরকার এবং আন্তর্জাতিক সংস্থাগুলো থেকে সাহায্য পাওয়ার একটি উপায় হতে পারে। কিন্তু সরকার এবং **সংরক্ষণ** দলগুলো অনেকসময়ই মনে করে যে বনকে রক্ষা ও সংরক্ষণের একমাত্র উপায় হচ্ছে মানুষদেরকে বন থেকে দূরে রাখা। অনেক ক্ষেত্রেই তারা ভূল ছিল। যে মানুষগুলো বনে বাস করে তারা এটাকে কিভাবে ব্যবহার করতে হয় এবং এর যত্ন নিতে হয় তা জানে। বনের ভিতরে বাস করে এবং বন উদ্যান এবং সংরক্ষিত এলাকা পরিচালনা করে স্থানীয় লোকরাই যে কোন সরকার বা সংরক্ষণ দলের চেয়ে ভালভাবে এটাকে রক্ষা করতে পারবে।

কোন কোন জনগোষ্ঠী সরকার এবং অন্যান্য স্থানীয় জনগোষ্ঠীর সাথে চুক্তি সম্পাদন করে সংরক্ষিত বনের সম্পদগুলোকে সকলে মিলে সামলানোর জন্য এই সম্পদগুলোতে প্রবেশগম্যতা বজায় রাখে। এটাকে 'সহ-ব্যবস্থাপনা স্কিম' বলা হয়।

সহ-ব্যবস্থাপনা অংশিদারিত্ব জনগণকে বন এবং এর উৎপাদগুলোকে তাদের ঐতিহ্যগত এবং টেকসইভাবে ব্যবহার করতে সুযোগ দেয়। যে জনগোষ্ঠী সংরক্ষিত বন ব্যবস্থাপনা করে তারা অন্যান্য জনগোষ্ঠীকে বন রক্ষা করার গুরুত্বের বিষয়ে শিক্ষিত করতে পারে।

www.hesperian.org health guides
ehb 2012 (CS5.5).indb 194 02/12/2014 09:30:16

মানুষ এবং গাছ উভয়কেই বাঁচিয়ে রাখে যে বনভূমি

ব্রাজিলের আমাজন রেইনফরেষ্ট-এ গাছ কাটা কোম্পানী, গরুর খামারী, এবং বন কাটার মাধ্যমে অর্থ উপার্জন করে এমন অন্যান্যদের সাথে যারা বনে বসবাস করে রাবার চাষ, সংগ্রহ করে এবং বিভিন্ন জিনিস হাতে তৈরি করে তাদের মধ্যে প্রায়শঃই বিরোধ তৈরি হতো। রেইনফরেষ্টের একটি বড় অংশ ধ্বংস হয়ে যাবার পর কর্মী এবং আদিবাসী জনগণ পরিশেষে একটি 'ব্যবহারযোগ্য সংরক্ষিত বন' - ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা, কিন্তু সীমিত ব্যবহারের জন্য উন্মুক্ত করা বনের একটি বড় অংশ - তৈরির জন্য সরকারকে প্ররোচিত করলো।

দুর্ভাগ্যবশতঃ যে জনগোষ্ঠী বনের মধ্যে অনেক বছর ধরে বাস করছিল তারাও ব্যবহারযোগ্য সংরক্ষিত বন ব্যবহারের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়েছিল। তারা নিজেরা যে বন রক্ষার জন্য এতো জোরদারভাবে লড়াই করলো সেই বনই এখন তাদের জীবিকাকে আর রক্ষা করবে না।

তাপাহোস কমিউনিটি সংরক্ষিত বনে বসবাসরত জনগণ ঐতিহ্যগতভাবে কৃষি, শিকার, এবং বন উৎপাদ ব্যবহার করে ঝুড়ি, নৌকা, এবং অন্যান্য হস্তশিল্প তৈরির মাধ্যমে তাদের জীবিকা অর্জন করতো। কিন্তু তাদেরও ঔষধ হাতিয়ার, জ্বালানী, বিদ্যুৎ এবং অন্যান্য জিনিসের প্রয়োজন হয় যার জন্য তাদের অর্থ উপার্জন করা প্রয়োজন। কিছু অর্থ সাহায্যের মাধ্যমে তারা আদিবাসী, আফ্রিকিয়, এবং ইউরোপীয় বংশদ্ভুত কেবোক্লো জনগণের জন্য একটি কাঠের কারখানা নির্মাণ করলো যার নাম তারা দিলো কেবোক্লো কারখানা। শুধুমাত্র কৃষিকাজের জন্য পরিষ্কার করা জায়গা থেকে কেটে ফেলা গাছ ব্যবহার করে তারা আসবাবপত্র তৈরি করে তারা স্থানীয় বাজারে এবং ব্রাজিল জুরে সমস্ত বিপনীবিতানগুলোতে বিক্রয় করে।

তাদের এই আয় আরও বেশী অর্থ উপার্জনের জন্য আরও বেশী কাঠের পন্য তৈরি করার একটি চিন্তা তাদের মধ্যে জাগিয়েছিল। কিন্তু তাদেরকে তাদের পরিবেশ মন্ত্রণালয়ের অনুমোদিত একটি 'বনজ সম্পদের তালিকা' এবং একটি 'টেকসই ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা' না থাকার আগ পর্যন্ত কোন দাঁড়িয়ে থাকা গাছ কাটার অনুমতি দেয়া হলো না।

সরকারের এই পূর্বশর্ত পূরণ করতে তাদেরকে বনে কী পরিমাণ কাঠ রয়েছে এবং প্রতি বছর কী পরিমাণ নতুন কাঠ সৃষ্টি হচ্ছে সে বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতে হবে। সরকার বিশ্বাসই করতে পারেনি যে গ্রামবাসী যাদের অনেকেই লেখাপড়া জানে না তারা এধরনের একটি কাজ করতে পারবে। কিন্তু গ্রামবাসীরা এই বনের বিষয়ে আসল পারদর্শী। তারা বছরের পর বছর ধরে বনের ভিতর দিয়ে পরিবেশ বিজ্ঞানীদেরকে দিক নির্দেশনা দিয়েছে, এবং তাদেরকে উদ্ভিদ এবং প্রাণী সম্পর্কে শিখিয়েছে। এখন সেই বিজ্ঞানীরাই তাদেরকে একটি ছোট হাতিয়ার ব্যবহার করে কিভাবে গাছের বৃদ্ধি মাপতে হবে এবং প্রতিবছর কী পরিমাণ কাঠ বৃদ্ধি পেলা তার হিসাব করতে হবে তা শিখালো। গ্রামবাসীরা তাদের কাঠ ব্যবহারের পরিমাণ হ্রাস করে ছোট কিন্তু উচ্চ মূল্যের উৎপাদ যেমন কসাইয়ের গুড়ি এবং টুল উৎপাদন করার পরিকল্পনা করলো যাতে তাদের ব্যবহার্য কাঠ আবার এক বছরের মধ্যেই জন্মাতে পারে।

পরিবেশ মন্ত্রণালয় তাদের পরিকল্পনা গ্রহণ করলো, এবং এখন কেবোক্লো কারখানা বনের সম্পদের অপব্যবহার ছাড়াই তাদের নিজেদের জন্য একটি আয় অর্জনের সুযোগ করে দিয়োছে।

যা অর্জনের জন্য অগণিত বিজ্ঞানী, অর্থনীতিবিদ, এবং উন্নয়ন কর্মী দীর্ঘ সংগ্রাম করেছে তা কেবোক্লো কারখানা বন নিবাসীরা করে দেখিয়েছে: একটি বন ব্যবস্থাপনা পরিকল্পনা বাস্তবায়ন করা যা তাদের জনগোষ্ঠী এবং তাদের বন উভয়ের জন্যই টেকসই হবে।

ehb 2012 (CS5.5).indb 195 02/12/2014 09:30:17

পুনর্বনায়ন

প্রাচীন বনভূমি (পুরাতন বন যা কখনো কেটে সাফ করা হয়নি বা মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়নি) পাওয়া এখন খুবই দুষ্কর। একবার একটি প্রাচীন বনভূমি বিলীন হয়ে গেলে এতে পূর্বে যে পরিমাণ উদ্ভিদ ও প্রাণী বৈচিত্র ছিল সেই পরিমাণ ধারণ করতে আর কখনোই পুনর্বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হবে না। কিন্তু মাধ্যমিক বনভূমি (যে বনভূমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল কিন্তু এখন পুনরায় জন্মাচ্ছে) প্রাচীন বনভূমিতে থাকা সম্পদগুলোর মতো একই জাতীয় অনেক সম্পদই প্রদান করতে পারে, যদি এদেরকে বৃদ্ধি পেতে এবং জীব বৈচিত্র বজায় রাখতে সুযোগ দেয়া হয়। এবং ভালভাবে রক্ষণাবেক্ষণ করার মাধ্যমেও মানুষের দ্বারা রোপিত বন থেকে জনস্বাস্থ্যে সহায়তার জন্য অনেক সম্পদ সংগ্রহ করা যায়।

একটি নিবিড় বন তৈরি হতে দীর্ঘ সময় লাগে, কিন্তু একটি সুন্দর সূচনার জন্য আপনি অনেক কিছুই করতে পারেন। ভাঙ্গন নিয়ন্ত্রণ, ভূমি প্রস্তুত করা, ও স্থানীয় গাছ বা আপনার এলাকার জন্য যথাযথ বৃক্ষ রোপন করা একটি বনকে নিবিড় হয়ে গড়ে উঠতে সাহায্য করবে। বনের ভিতরে গাছ বৃদ্ধির প্রাকৃতিক ক্রম অনুসরণ করাও একটি নিবিড় বনভূমি সৃষ্টিতে সাহায্য করার একটি উপায় (অধ্যায় ১১ দেখুন)।

বৃক্ষ রোপন কি সর্বদাই সহায়ক?

একটি গণ বনায়ন প্রকল্প শুরু করার আগে, নিশ্চিত করুন যে এটি আপনার স্থানীয় জনগোষ্ঠী এবং স্থানীয় পরিবেশের চাহিদা পূরণ করবে। সীমিত জল ও ভূমির জন্য হয়তো গাছগুলো শস্যের সাথে প্রতিযোগিতা করতে পারে। কোন কোন সময় কঠিন পরিবেশে তরুন গাছগুলোর যত্ন নেয়া অনেক বেশী কাজ হতে পারে। যেখানে এদের যত্ন নেয়া যাবে না বা হবে না সেখানে গাছ লাগালে তা একটি বিফল প্রকল্পতে পরিণত হবে এবং মরা গাছ তৈরি করবে।

আপনার জনগোষ্ঠী যদি কাঠ বা ফল জাতীয় বন উৎপাদ-এর উপর নির্ভর করে তবে বন সম্পদগুলোকে পুনরায় দ্রুত ফিরিয়ে আনার একটি ভাল উপায় হতে পারে। আপনার জনগোষ্ঠী যদি প্রধানত শিকার ভূমি প্রদানের জন্য বা মাটি, বায়ু, ও জলের সুরক্ষার জন্য বনের উপর নির্ভর করে থাকে, তবে আপনি হয়তো গাছগুলোকে নিজে নিজে বৃদ্ধি পেতে সুযোগ দিয়ে সেই এলাকাকে ব্যবহার করা থেকে বিরত রাখার মাধ্যমে আরও বেশী সুবিধা ভোগ করতে পারেন।

সকল জায়গার জন্য বন সঠিক নয়। মরুভূমি, জলাভূমি, এবং তৃণভূমিতে প্রাকৃতিকভাবেই অল্প কিছু গাছ জন্মায়। যদি মানুষ এই জায়গাগুলোতে বৃক্ষ রোপন করতে চায় তবে উদ্ভিদ এবং প্রাণীর মধ্যের ভারসাম্য নষ্ট করতে পারে। কিন্তু অন্যান্য যেখানে অল্প কয়েকটি গাছ আছে সেখানে যেমন শহর ও ছোট শহরগুলোতে রাস্তার পাশে, কারখানার আসপাশে এবং গাড়ী রাখার স্থানগুলোতে বৃক্ষ রোপন করে জনগোষ্ঠীর স্বাস্থ্য ও সুখসমৃদ্ধিতে যথেষ্ট পরিমাণে উৎকর্ষতা বৃদ্ধি করা যায়।

ভূমির মালিকানা কার এবং কী কী আইন আছে?

আপনি যদি একটি ভূমিতে পুনর্বনায়ন করে পরবর্তীতে এর উৎপাদগুলোকে ব্যবহার করতে চান, তবে আপনি বনভূমি গড়ে ওঠার পরই শুধুমাত্র একে ব্যবহারের অনুমনি পাবেন তা নিশ্চিত হোন। আইনগতভাবে কে ভূমিটির মালিক তা জানা এবং গাছ রোপনের পূর্বেই অনুমতি গ্রহণ করা ভবিষ্যতে সমস্যা এড়াতে সাহায্য করতে পারে। যে ভূমি একদা পতিত এবং অনুর্বর ছিল তা একটি নিবিড় বন দ্বারা আচ্ছাদিত হলে বেশ মূল্যবান হয়ে উঠবে। এছাড়াও কোন কোন জায়গায় নির্দিষ্ট ধরনের কিছু গাছ কাটার ব্যাপারে জনগণকে নিষিদ্ধ করার কিছু আইন আছে, এমনকি গাছগুলো যদি তারাই রোপন করে থাকে তাও। আপনি যেখানে বাস করছেন সেখানে এমন কোন আইন আছে কিনা তার অনুসন্ধান করুন।

www.hesperian.org health guides
ehb 2012 (CS5.5).indb 196 02/12/2014 09:30:17

ভিন্ন ভিন্ন বৃক্ষ ভিন্ন ভিন্ন চাহিদা পূরণ করে

এলাকার জনগণের চাহিদা কী এবং তারা কী চায় তার উপর নির্ভর করে কী ধরনের গাছ লাগানো উচিত তার সিদ্ধান্ত নিয়া উচিত।

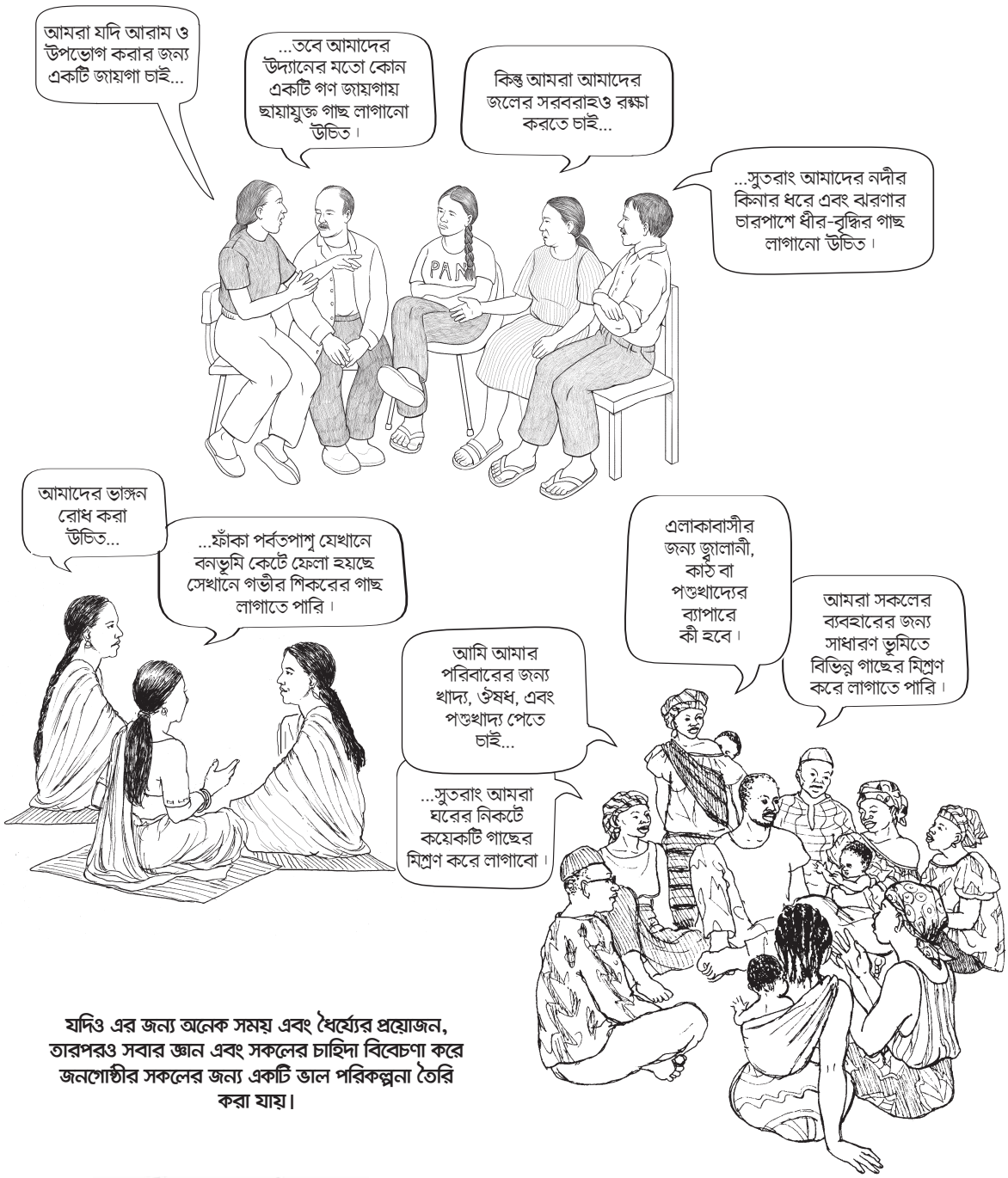

যদিও এর জন্য অনেক সময় এবং ধৈর্য্যের প্রয়োজন, তারপরও সবার জ্ঞান এবং সকলের চাহিদা বিবেচণা করে জনগোষ্ঠীর সকলের জন্য একটি ভাল পরিকল্পনা তৈরি করা যায়।

www.hesperian.org health guides

ehb 2012 (CS5.5).indb 197 02/12/2014 09:30:18